শিক্ষক ভাসিলি সুখমলিনস্কি

কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম জামালখানে ‘বাতিঘর’ এ বই দেখছিলাম। হঠাৎ অরূণ সোম অনুবাদিত **ভাসিলি সুখমলিনস্কি** রচিত ‘**শিক্ষা আমার ব্রত’** বইটি চোখে পড়ল। বইয়ের শিরোনাম দেখেই সেখানে চোখ আটকে গেল। বইটি হাতে নিলাম। এর লেখনি ও প্রচ্ছদ মনে ধরল। বইটি কিনে নিলাম (বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না)। কয়েকদিন একটানা পড়লাম। যতই পড়ি তZই মুগ্ধ হই।

ভাসিলি সুখমলিনস্কির পরিচয় হল তিনি একজনন রুশ ‍ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ (জীবনকাল ১৯১৮-১৯৭০)। পয়ত্রিশটি বছর শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যয় করেন। তাঁর শিক্ষা ভাবনায় আনন্দের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা ও শিক্ষক হতে হলে প্রথেমেই শিক্ষককে শিশুসুলভ মন নিয়ে শিশুদের সাথে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে যেতে হয় তা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুখ্য শিক্ষক হিসেবে ভাসিলি সুখমলিনস্কি এর ভাবনা Òশিক্ষকদের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান, শিক্ষার বিজ্ঞান ও কলাকৌশল শেখানো- খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে বিদ্যালয় পরিচালনার বহুমুখী প্রক্রিয়ার একটিমাত্র দিক। মুখ্য শিক্ষাদাতা যদি কেবল শিক্ষাদান পদ্ধতিই শেখান, শিশুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব না রাখেন তা হলে তিনি আর শিক্ষাদাতারূপে পরিগণিত হতে পারেন না।

তাঁর ভাবনায় দেখা যায় মুখ্য শিক্ষক শুধুমাত্র প্রশাসকই হবেন না তিনি নিয়মিত শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। শিশুদের শিক্ষাদানে তিনি কেমন আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তা তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তিনি বলেন “প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ঘটনায়ই আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে শিশুর সঙ্গে আমার আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রয়াসের যদি কোনো সংযোগ না থাকে তা হলে শিশুমনের দ্বার আমার কাছে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। শিশুদের উপর শিক্ষাদাতারূপে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রভাব না ফেলতে পারলে আমি হারিয়ে ফেলব শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক হিসেবে আমার সবচেয়ে বড়গুণ- শিশুদের মনোজগৎ অনুভব করার ক্ষমতা।”

আর তাই দেখা যায় তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়েও শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রেণি শিক্ষকের মতই মিশে গেছেন, ক্লাস নিয়েছেন, তাদের সাথে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খোজ-খবর রেখেছেন এবং অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে কিভাবে পড়া-লেখা করবে, পরিবেশ কিভাবে তৈরী করতে হবে, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় রুটিন কেমন হবে সবই তিনি আলোচনা করতেন। আর শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, জমানো কথা একজন বন্ধুর মতই তাঁর সাথে শেয়ার করত।

তাঁর বইয়ে **ইয়ানুশ কর্চাক** নামক একজন মহৎ শিক্ষকের একটি ঘটনার বর্ণনা পাই। যেটি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন “ ইয়ানুশ কর্চাকের জীবন, বিস্ময়কর নৈতিক শক্তি ও শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ তাঁর কীর্তি আমার প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। আমি বুঝতে পারলাম খাঁটি শিক্ষাদাতা হতে গেলে নিজের হৃদয় তাদের জন্য উৎসর্গ করতে হয়।”

শিক্ষক ইয়ানুশ কর্চাকের ঘটনাটি উল্লেখ করা হল-

“ ইয়ানুশ কর্চাক ছিলেন ওয়ারশর ইহুদিপাড়ায় অনাথভবনের শিক্ষক। হিটলারের লোকজন হতভাগ্য শিশুদের ত্রেব্লিনকার চুল্লিতে পুড়িয়ে মারে। ইয়ানুক কর্চাককে যখন বলা হল যে শিশুদের বাদ দিয়ে জীবন কিংবা শিশুদের সঙ্গে মৃত্যু- যে কোনটি তিনি বেছে নিতে পারেন। তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে শিশুদের সাথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন। গেস্টাপোরা তাঁকে বলল: ‘আমারা আপনাকে ভালো ডাক্তার বলে জানি, আপনাকে যে ত্রেব্লিনকার চুল্লিতে যেতেই হবে, এমন নয়।’ উত্তরে ইয়ানুশ কর্চাক বললেন-‘ আমি বিবেক নিয়ে বেসাতি করি না।’ শিশুদের সঙ্গে বীর চললেন মৃত্যু বরণ করতে, তিনি ওদের সান্ত্বনা দেন, চেষ্টা করেন যাতে মৃত্যুর জন্য প্রতিক্ষার ভয় শিশুদের মনে প্রবেশ করতে না পারে।”

ভাসিলি সুখমলিনস্কি বা ইয়ানুশ কর্চাকের মতো শিক্ষক আজ আমাদের দেশে অতি প্রয়োজন। শুধুমাত্র উন্নতমানের কারিকুলাম রচনার মধ্যেই ঘুরপাক না খেয়ে মেধাবী, মানবিক, কর্মপটু শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আমাদের পতন অনিবার্য।